দৈনিক ইত্তেফাক ৩।

তারিখ ... ... APR 08 2000...
পৃষ্ঠা ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৪০৬

নকল রোধে পদক্ষেপ

ফি বৎসর বেপরোয়া নকলের দরুন বাংলাদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন অনেকটা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নকল দেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সবচাইতে বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশ্যে পরিদর্শকদের সম্মুখে নকল করে এবং তাহাদের এক শ্রেণীর শিক্ষক-পরিদর্শক সহায়তাই করে না, নকলও সরবরাহ করে বলিয়া শোনা যায়। অন্যদিকে অভিযোগ আছে যে, পরীক্ষা কেন্দ্রের এক শ্রেণীর সচিবও নকল বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে নকলপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে অবাধে নকল করিতে পারে তাহার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে, গত বুধবার নকল রোধ উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের একটি সভা হইয়াছে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে, ব্যাপক নকলের জন্য দায়ী দুই শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হইবে এবং তাহাদের সচিব ও যে শিক্ষক-পরিদর্শকরা নকল সরবরাহ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। সরকারী শিক্ষক-পরিদর্শকদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত ও ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বেসরকারী শিক্ষক-পরিদর্শকদের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হইবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বাধ্য হইয়া পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল ও অসৎ শিক্ষক-পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। বর্তমানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে তাহা বর্তমান বিশ্বের উপযোগী বলা যায় না। ইহা ডিগ্রী-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বাহন। এই ব্যবস্থায় নকল হইবেই। আগে পরীক্ষায় তত নকল হইত না। বর্তমানে সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত পড়াশুনা না করিয়া নকল করিয়া পাস করিতে চায় তাহাদের ক্ষেত্রে। গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের ছড়াছড়ি। একশ্রেণীর শিক্ষক-পরিদর্শক ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করা এড়াইয়াই যায় না, বাহির হইতে নকল আনিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়াও দেয় এবং কোন পরিদর্শক যাহাতে এই ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থাও করে। গত এসএসসি পরীক্ষার সময় রাজশাহী বোর্ডে ৪৪ জন শিক্ষক-পরিদর্শক নকলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বহিষ্কৃত হইয়াছে। সারা দেশে এই শ্রেণীর শিক্ষক-পরিদর্শকদের সংখ্যা হইবে কয়েক হাজার। ইহা কাহারো অজানা নয় যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বেপরোয়া ও ব্যাপক নকলের জন্য এককভাবে নকলপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী নয়। ইহার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সমানভাবে দায়ী। মফস্বলের স্কুল-কলেজের বেশীর ভাগ শিক্ষকদের মান আশানুরূপ নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মানও একই রকম। অন্যদিকে যাহারা ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্য নয় তাহাদেরও কোন কোন স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, কর্তৃপক্ষ এই কাজটি করেন দুই উদ্দেশ্যে। এক, বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে সুযোগ দেওয়া হইলে ফি বাবদ তাহাদের আয় বেশী হয়। দুই, বেশী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়া পাস না করিলে প্রতিষ্ঠান সরকারের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়, সে কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে বেশী পাস করিতে পারে শিক্ষক-পরিদর্শকরা সেজন্য নকলপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের নকল সরবরাহ করে। আসলে তাহারা বোর্ডের এমপিওভুক্তি রক্ষার জন্য এই হীন কাজটি করিয়া থাকে। দেশের শিক্ষার মান বজায় এবং মানব সম্পদ উন্নত করার জন্য নকল প্রতিরোধের কোন বিকল্প নাই। কিন্তু নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ এবং নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক ও সচিবদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অনেকগুলি সম্ভাব্য পদক্ষেপের একটি। অবশ্যই এই ধরনের কেন্দ্র বন্ধ করিয়া এবং অসৎ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া স্কুল-কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্কুল-কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মান বৃদ্ধি না পাইলে পাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের প্রবণতা রোধ করা যাইবে না। অপরদিকে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির মাপকাঠি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার উপযুক্ত না হইয়া যাহাতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়, কীভাবে সে ব্যবস্থা করা যায় কর্তৃপক্ষের তাহা উদ্ভাবন করা উচিত।

উল্লেখ না করিলেও চলে, নকলের মাধ্যমে যাহারা পাস করিয়া বাহির হইয়াছে তাহারা উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কোথাও যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাহারা সমাজে একটি বড় সমস্যা হিসাবে গণ্য। দেশে অসংখ্য সমস্যা রহিয়াছে। সরকার ও অভিভাবকদের অর্থ ব্যয়ে এই বাড়তি সমস্যার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। নকলও একটি জাতীয় বড় সমস্যা। সেই কারণেই এ সমস্যার সমাধানে সকলকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।